বারাদিতে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আরমান আলীর মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ও পরপর ৩ বার নির্বাচিত ইউপি সদস্য আরমান আলীর উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার বেলা ১২ টার দিকে নবগঠিত বারাদি ইউনিয়নের ১ ও ২ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন মসজিদে আরমান আলীর নিজ উদ্যোগে প্রায় ১ হাজার মাস্ক বিতরণ করেন।
করোনা মহামারীর ক্ষতির হাত থেকে এলাকার মানুষকে সচেতন, সুরক্ষিত ও গণসচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন আরমান আলী। এছাড়াও প্রথম ধাপের লকডাউনে তিনি নিজ অর্থায়নে ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার মানুষের মাঝে ত্রাণ সহায়তা করেছেন। করোনার দ্বিতীয় ধাপেও তিনি বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।
মাস্ক বিতরণকালে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আরমান আলী বলেন, এই ইউনিয়নের জনগণ আমাকে ভোট দিয়ে পরপর ৩ বার ইউপি সদস্য হিসেবে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করছে। জনগণের ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ, তাদের কাছে আমি ঋণী। এই জনগণই আমার শক্তি। তাদের ভালোবাসার সামান্য প্রতিদান দিতেই তাদের সুখ-দুঃখের ভাগ নিয়ে তাদের পাশে থাকতে চাই। এই করোনা মহামারীতে অনেকেই কর্মহীন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের এই বিপদের দিনে আমি সর্বাত্বক সহযোগিতা নিয়ে আজীবন অসহায় ও দুঃস্থ মানুষগুলোকে সহযোগিতা করতে চাই।

আজ মুজিবনগর দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথের স্মৃতিবিজড়িত স্থান মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার মুজিবনগর। স্বাধীনতার ৫০ বছরে

নিদর্শন দেশবাসী ও তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং বিদেশীদের কাছে মূর্ত করে তুলতে শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে স্মৃতিকেন্দ্র নির্মান করা হয়েছে । অথচ উদ্বোধনের আগেই নষ্ট হয়ে যাওয়াতে পর্যটকরা আহত হচ্ছেন।
মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৮ সালে কাজ শুরু করে মাঝে প্রকল্প কাটাছেড়া করা হয়। ফলে কাজটি শেষ হয় ২০১১ সালে। অতিনিম্নমানের কাজ হবার কারণেই ভাষ্কর্যগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। প্রকল্পর অন্যান্য কাজ এখনও অসমাপ্ত আছে।

স্বাধীনতা সড়ক
১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদিতে ভারতের কলকাতা থেকে যে মেঠোপথ ধরে জাতীয় চার নেতাসহ দেশ-বিদেশের সাংবাদিকরা এসেছিলেন সেই মেঠপথটিকে স্বাধীনতার অর্ধশত বছর উৎযাপন উপলক্ষে বর্তমান সরকার ‘স্বাধীনতা সড়ক’ নামে নামকরণ করেছেন। ওই মেঠপথটির বাংলাদেশের অংশ ৫০০ মিটার কোটি ৪ লাখ টাকা ব্যায়ে ইতিমধ্যে পাকাও করা হয়ে গেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে এটি উদ্বোধন করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী।

মুজিবনগর কমপ্লেক্সে যা আছে:
১১টি মন্ত্রনালয়ের প্রায় ৩’শ কোটি টাকা বরাদ্দে গড়ে উঠেছে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র । এর মধ্যে পর্যটক মোটেল, শপিংমল, শিশু পরিবার, ডাকঘর, হেলিপ্যাড, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ছয় দফা ভিত্তিক মনোরম গোলাপ বাগান, অত্যাধুনিক মসজিদ, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলাদেশের মানচিত্র ও জাদুঘর। এখন পর্যন্ত এসব কোন স্থাপনাই আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়নি। অথচ প্রকল্পের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ধাপের কাজ শেষ হয়েছে অন্তত ১০ বছর আগে। সবশেষে সাড়ে আট কোটি টাকা ব্যয়ে বড় মিলনায়তন নির্মাণের কাজও শেষ হয়েছে।
তবে এখনো প্রশাসনিক প্লাজা, অ্যাপ্রোচ রোড, বিদ্যুৎ, জেনারেটর ক্রয় (১০০-কেভিএ), মানচিত্রে স্টেজে কাঠের কাজ, সিঁড়িতে এসএস রেলিং, জলছাদ র্যাম্প ও এসপিএমসিবি পাওয়ার সকেট, আন্ডার গ্রাউন্ড সার্ভিস লাইন কাজ আজও শেষ হয়নি।
নতুন করে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষনা হয়েছে। যেখানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক পর্যটন এলাকা গড়ে তোলা হবে। চারপাশ দিয়ে দৃষ্টিনন্দন লেক তৈরি করা হবে। বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধে স্মৃতিচিহৃ তৈরি করা হবে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউপি

চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছর পার হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার তীর্থ স্থান মুজিবনগরের উন্নয়ন নিয়ে আমি সন্তুষ্ট নই। এখানে অনেক কিছু ঘোষনা হয়েছে কিন্তু দৃশ্যমান হয়নি। স্বাধীনতা সড়ক ও চেক পোস্টের দৃশ্যমান চাই। রেল লাইন ঘোষনা হয়েছে এখনো দৃশ্যমান হয়নি। নতুন করে মুজিবনগর কমপ্লেক্স এর জন্য ১০০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষনা হয়েছে। প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে কিন্তু এখনো দৃশ্যমান কিছু হয়নি। মুজিবনগরবাসী হিসেবে এই প্রকল্পগুলোর দৃশ্যমান বাস্তবায়ন আশা করি।

এ বিষয়ে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, স্মৃতিকেন্দ্রের কাজটি প্রকল্পভুক্ত কাজ। এখনো বেশ কিছু কাজ বাকি রয়েছে। নুতন করে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব হয়েছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রকল্পের ডিজাইন করা হয়েছে। দৃষ্টিনন্দন লেকসহ আন্তর্জাতিক মানের মুক্তিযুদ্ধ পর্যটন এলাকা গড়ে তোলা হবে। যাতে করে পর্যটকরা মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন গবেষণা করতে পারে। এছাড়া করোনা মহামারির কারণে মুজিবনগর দিবসের অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

এবারের কর্মসূচী
সকাল ৬টায় মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে জাতীয় পতাকা উত্তোলন স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষথেকে, সকাল ১১ টায় জাতীয় সংসদের হুইপ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন এমপি এবং জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবেন। এছাড়া সন্ধ্যা ৭টার সময় বর্ণিল আঁতশবাজি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় বাজার মনিটরিং

মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণরোধে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান উপজেলার ডুগডুগি তহ হাট মনিটরিং করেছেন। জানাযায়, গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার

হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি তহ হাট মনিটরিং করেন।
এসময় তিনি বাজারের ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের কে সরকারি নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানান। এছাড়াও বাজারে মাস্ক বিতরণ করেন। মাস্ক বিতরণ কালে ইউএনও দিলারা রহমান বলেন, আপনারা সরকারি নির্দেশনা মেনে চলবেন এবং সকলে সরকারিভাবে ঘোষিত লকডাউন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন। যথাসাধ্য ঘরে থাকুন। লকডাউন অমান্যকারী কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। এবং কোন অসাধু ব্যবসায়ী বাজারে দ্রব্যমূলের দাম বৃদ্ধি করে বাজার অস্থিতিশীল করতে চাইলেও তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসের পেশকার জিহন আলী, দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ সদস্যবৃন্দ।

দর্শনায় গাঁজা সহ ১জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ১ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজা সহ ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, গতকাল শুক্রবার দুপুর ১ টা ৩০ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার ওসি মাহাব্বুর রহমান কাজলের নেতৃত্ব এস আই সাইফুল ইসলাম, এস আই শিহাব উদ্দিন এবং সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়ীয়া মাঝপাড়া গ্রামের মোঃ শরিফ উদ্দীনের আম বাগান থেকে ১ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজা সহ ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃত আসামী হলেন মোঃ ইসরাফিল হোসেন (৪৫) পিতা মৃত মোঃ দুখু মন্ডল এর ছেলে।
পুলিশ জানায় গ্রেফতারকৃত আসামী চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার আকন্দবাড়ী গ্রামের মাঝপাড়ার বাসিন্দা। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মুজিবনগরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে মুজিবনগর দিবসের সূচনা শুরু

মুজিবনগর সৃতিসৌধে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের সূচনা করা হয়েছে। শনিবার সকালে সূর্যদয়ের সাথে সাথে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম,জেলা আনসার ভিডিপি কমান্ডার রাকিবুল ইসলাম।
পরে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় ১ মিনিট নিরাবতা পালন ও দোয়া করা হয়।

উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানের ঘুষিতে ইসরাফিলের মৃত্যু

দামুড়হুদা থানার সামনে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানের ঘুষিতে ইসরাফিল
(৮০) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১৬ এপ্রিল) দুপুর দেড়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরই দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলামকে আটক করেছে পুলিশ।
বিষয়টি নিশ্চিত করে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল খালেক বলেন, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য থানায় আসেন ইসরাফিল। মীমাংসা না হওয়ায় থানা থেকে বেরিয়ে যান তিনি।

এ সময় থানার সামনে দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বৃদ্ধকে ঘুষি ও ধাক্কা দেন। এতে তার মৃত্যু হয়। মরদেহ উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় শহিদুল ইসলামকে আটক করেছে পুলিশ।

[redacted]

কিংবা সহায়তা করেনি। এতে পরিবার নিয়ে তারা চরম উৎকণ্ঠা ও হতাশার মধ্য দিন পার করছে। গাড়ি বন্ধ থাকায় আমাদের আয়ের পথও বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় গাড়ি বের করতে পারছি না। ফলে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছি। সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ দ্রুত গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা করে দিন না আমাদের সহযোগিতার ব্যবস্থা করুন।

অংকের যাদুকর আব্দুল গাফ্ফারের দিন কাটে পথে পথে

অভিজাত পরিবারে জন্মেছিলেন সোনার চামচ মুখে দিয়ে। কৈশর যৌবনে ছিলেন দুর্দান্ত মেধাবী ছাত্র। কর্মজীবনে পেয়েছিলেন “অংকের যাদুকর” খেতাব। কঠিন ও জটিল অংকের সহজ সমাধান দিতেন তিনি। ঢাকায় দীর্ঘদিন শিক্ষকতাও করেছেন সুনামের সাথে। নিজ এলাকায় গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানের পন্ডিত শিক্ষক হিসেবে সমধিক পরিচিত। বীজগনিতের উৎপাদক বিশ্লেষণের ফর্মুলা আবিষ্কার করে হৈ চৈ ফেলে দেওয়া সেই আব্দুল গাফ্ফারের দিন কাটে এখন পথে পথে। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। গায়ে দুর্গন্ধময় ময়লা কাপড়। মাথা ভর্তি আউলা ঝাউলা চুল। আপন মনে হেটে চলেন পথ দিয়ে। এমন একজন মেধাবী শিক্ষকের করুণ পরিণতি ও জীর্নদশা দেখে পরিচিতজনরা হতবাক হলেও তাকে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব কেও নেন না। অথচ তার নিপুণ মেধায় গড়া কত ছাত্র আজ প্রশাসনের উচ্চ পদে কর্মরত। ময়লাযুক্ত ছেড়া জামা কাপড় ও পাগলবেশি আব্দুল গাফ্ফার বছরের পর বছর ঘুরছেন পথে পথে। মসজিদ, স্কুলঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বারান্দা এখন এই জনপ্রিয় শিক্ষকের বসবাসের জায়গা। তথ্য নিয়ে জানা গেছে, মেধাবী শিক্ষক আব্দুল গাফ্ফার ঝিনাইদহ সদর উপজেলার খামারাইল গ্রামের কাজী আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে। এলাকায় তাদের পরিবার অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত হিসেবে পরিচিত। আব্দুল গাফ্ফারের মেজ ভাই কাজী আব্দুল গনি নির্বাচন কমিশনের যুগ্ম-সচিব হিসেবে অবসর নিয়েছেন। ছোট ভাই কাজী আব্দুল কাদের ঢাকায় আইনজীবী হিসেবে কর্মরত। তবে তাদের কোন ভাইয়ের সংসার জীবন বা সন্তানাদি নেই। গ্রামবাসি সুত্রে জানা গেছে, মাত্র ১০ বছর বয়সে পিতৃহারা হন আব্দুল গাফ্ফার। পিতৃহীন তিন ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে হতাশায় পড়েন সদ্য বিধবা মা কাজী বদরুন্নেছা। তাই

সন্তানদের নিয়ে বদরুন্নেছা চলে আসেন মহেশপুর পৌর এলাকার জলিলপুর মোল্লা পাড়ার পিতার বাড়িতে। নানা নুরুদ্দীন আহম্মেদের বাড়িতে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করেন আব্দুল গাফ্ফার। বেড়ে ওঠেন তুখোড় মেধাবী ছাত্র হিসেবে। এলাকায় তার মেধার দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে। মা বদরুন্নেছার দ্বিতীয় বিয়ে হয় যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার গোয়ালহাটি ও তৃতীয় বিয়ে হয় চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ছাউলিয়া গ্রামে। মা বদরুন্নেছার সন্তানদের অনেকেই এখনো মহেশপুরের জলিলপুরের নানা বাড়িতে বসবাস করেন। এদিকে আব্দুল গাফ্ফার জগন্নাথ কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বিএসসি ও এমএসসি পাশ করে ঢাকার মানকিনগর ও পরে মতিঝিল মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। বিয়ে করেন নড়াইলে। তার স্ত্রীও ছিলেন প্রধান শিক্ষক। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে আর সংসার করা হয়নি। ৩০ বছর ঢাকায় বসবাসের পর তিনি মহেশপুর চলে আসেন। গাফ্ফারের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী (মায়ের তৃতীয় পক্ষ) ছিরবা আক্তার ঝর্ণার ভাষ্যমতে তার শ্বাশুড়ি বদরুন্নেছা বেঁচে থাকাবস্থায় মাঝেমধ্যে আব্দুল গাফ্ফার বাড়িতে আসতেন। ২০০৬ সালে ২৭ মার্চ শ্বাশুড়ি মারা গেলে আর আসেন না। এখন মসজিদ ও পথে পথে ঘুরে বেড়ান। ঝর্ণা উল্লেখ করেন তার ভাসুরকে এ ভাবে জীর্ন আর বিবর্ন চেহারায় ঘুরতে দেখে তার ছেলে ডিজাইন ইঞ্চিনিয়ার কাজী আরাফাত হোসেন নিজ বাড়িতে ফেরানোর উদ্যোগ নেন। কিন্তু তিনি আসেননি। ছিরবা আক্তার ঝর্ণা বলেন, পিতৃকুল ও মাতৃকুল মিলে আব্দুল গাফ্ফার ও তার তিন ভাই ৪২ বিঘা জমি পান। এর মধ্যে খামারাইল রামনগর গ্রামে ১২ বিঘা জমি এখনো আছে। আর জলিলপুরে ছিল ৩০ বিঘা। এসব জমি তার স্বামী কাজী আব্দুল বারী দেখাশোনা করতেন। ২০১৪ সাল থেকে তারা জমি বিক্রি শুরু করলে আব্দুল বারী জমি দেখাশোনা বন্ধ করে দেন।

রাত পৌহালেই ১৭ এপ্রিলঃ চলছে প্রস্তুতি

রাত পৌহালেই ১৭ এপ্রিল।ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। ১৭এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অনন্য এক দিন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের এই দিনে মেহেরপুরের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

শুক্রবার সাধারণ জনগণের উপস্থিতি অনেকটাই কম ছিলো।

জরুরি প্রয়োজন বিহীন কেউ শহর মূখি হচ্ছে না।
এদিকে আলমডাঙ্গা পৌর শহরের অনেক ওয়ার্ডেই খুলেছে দোকানপাট। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে মুদি মালামালসহ গরম চা। মাঝে মধ্যে পুলিশের মহড়া দেখে দোকান বন্ধ হলেও চলে গেছে আবারো একটু গোপনীয়তার মাধ্যমে বিক্রয় করা হয় বিভিন্ন মালামাল।

পৌর এলাকার কয়েকজন মুদি দোকানি বলেন, রমজানে মুদি দোকান না খুঁললে মানুষ কি দিয়ে ইফতারি করবে। রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে আখের গুড়,মিছড়ি,খেজুরসহ বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করে থাকে ক্রেতারা। লকডাউনের কারণে বাজার মূখি হতে না পারায় পাড়া- মহল্লার দোকান গুলো থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনছে। মাস্ক পরিধানের বিষয়ে তারা বলেন, আমরা প্রতিটি মানুষকে মাস্ক পড়ে দোকানে আসতে বললেও কেউ কথা শোনে না।

গত দুইদিনে দেখা গেছে, বিকেল হলেই মহল্লার ইফতারির খাদ্যপণ্যের দোকানগুলোতে ভিড় চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। তখন স্বাস্থ্যবিধির বালাই থাকে না বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।